কাদেরসহ পলাতকদের শনাক্ত করে ফিরিয়ে আনা হবে: চিফ প্রসিকিউটর



চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই হত্যাযজ্ঞের মামলায় ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজনের মৃত্যুদণ্ডের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। পলাতক আসামিদের অবস্থান শনাক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ সাত আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর।

আমিনুল ইসলাম বলেন, আসামিদের অবস্থান শনাক্ত করা গেলে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। অপরাধের কারণেই তারা পলাতক এবং তাদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করেই বিচার হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে পলাতক থাকলেও আইন অনুযায়ী তাদের বিচার চলবে।

তিনি জানান, রায়ের পর ৩০ দিন পর্যন্ত আপিলের সুযোগ রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আসামিদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। সময়সীমা শেষ হলে সম্পদ বাজেয়াপ্তে আইনি বাধা থাকবে না।

চিফ প্রসিকিউটর আরও বলেন, আইনে সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ সম্পদ বাজেয়াপ্তের বিধান থাকলেও রায়ে সাত আসামির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ৫০ শতাংশ বাজেয়াপ্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এসব সম্পদ জুলাই ফাউন্ডেশন বা কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে বিক্রি করে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে।

মৃত্যুদণ্ড পাওয়া সাতজন হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত, যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান। সাতজনই বর্তমানে পলাতক।

গত ১৮ আগস্ট মামলায় যুক্তিতর্ক শেষ হলে তা রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন ট্রাইব্যুনাল। পরে ১৪ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণার জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করা হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের প্যানেল মঙ্গলবার এ রায় ঘোষণা করেন। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।